মানসন্তোষিণী।

(কয়েকটী কবিতা।)

“মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥”

শ্রীহেমচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৩ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট—সাথী-প্রেসে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮২৪ অগ্রহায়ণ।

মূল্য ॥০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মান্না

মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

প্রিয়বর,

এ জীবনে তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব, এ আশা আমার নাই। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ অদ্য এই কাব্যখানি তোমার কর-কমলে অর্পণ করিলাম। কোন গুণ না থাকিলেও ইহা যে তোমার আদরের বস্তু হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

জুজারসাহা, } তোমারই

জেলা হাওড়া। } হেম

নিবেদন।

যখন অভাগা-বিলাপ কাব্য প্রকাশ করি, মনে করিয়াছিলাম এই আমার প্রথম ও শেষ উদ্যম; কারণ বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক নানারূপ চিন্তা এবং শারীরিক অসুস্থতা আমাকে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। অবসর ক্রমে আমি কয়েকটি কবিতা লিখি। আমার কতিপয় সুহৃদ কবিতাগুলি পাঠে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অদ্য তাঁহাদের বিনোদনার্থে পাঠক পাঠিকার সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া আমি পুনরায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। বাঙ্গালা ভাষার উত্তরোত্তর সমাদর বৃদ্ধিও ইহার অন্যতর কারণ। এক্ষণে কাব্যখানি পাঠে সাধারণে প্রীত কি বিরক্ত হইবেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে এতদ্দ্বারা যদি কাহারও তৃপ্তি সাধন হয় তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে আমার পরম বন্ধু মৌলভি মহম্মদ খোরশেদ সাহেবের যত্নে ও উৎসাহে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। নিবেদন ইতি—১৪ই আষাঢ়, সন ১২৯৭ সাল।

জুজারসাহা,
জেলা হাওড়া।

শ্রীহেমচন্দ্র নাগ

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথমবারের প্রকাশিত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হওয়ায়, কতিপয় সুহৃদের একান্ত যত্নে কাব্যখানি বিশেষরূপে সংশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইল। এবার কয়েকটী নূতন কবিতাও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এক্ষণে কাব্যখানি পাঠে যদি কেহ প্রীতিলাভ করেন তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব। নিবেদন ইতি, ১৩ই অগ্রহায়ণ সন ১৩০৯ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র নাগ।

সূচী পত্র

মানসসন্তোষিণী।

(কয়েকটী কবিতা)

পশিব কেমনে

পশিব কেমনে,
কল্পনা কাননে,
ত্রাসে যেতে সুধী জনে!
দাও মা সুমতি,
নিবার দুর্ম্মতি,
কৃপা করি অকিঞ্চনে।

সভয়ে সেবার,
জননী আমার,
তুমিতো সকলি জান!

ধৃষ্টজন প্রায়,
পশেছিনু তায়,
নাহি শুনি নিবারণ।

ফুল মনোমত,
তুলি শত শত,
যতনে গাঁথিনু হার;
ভাল ব'লে তায়,
সমর্পিণু মায়,
ভাল না লাগিল মার।

বড় দুঃখ পাই,
কারে বা জানাই,
মায়ের হ'লনা দয়া!
সেই মনস্তাপে,
আজি হৃদি কাঁপে,
ভাঙে অভাগার হিয়া।

করেছিনু পণ,
ও বনে কখন,
তুলিব না আর ফুল;
যাক ভাগ্যধর,
পাবে সমাদর,
যত হ'ক চুক ভুল।

পিতা গো !

পড়ি উপরোধে,
আইল নির্ব্বোধে,
ভুলিয়া পূরব কথা ;
দূর কর রোষ,
হও মা সন্তোষ,
ভুলে যাই সব ব্যথা।

বিদ্রুপের ভয়ে,
কাতর হৃদয়ে,
লইনু শরণ তোর ;
শিখাও সুনীতি,
সাধু সঙ্গে প্রীতি,
ঘুচুক আঁধার ঘোর।

পিতা গো!

তব দ্বারে আসি আজি দীন জন,
অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে ঘন ঘন ;
দুটী আঁখি হ'তে ঝরে বারিধারা,
তোমা হারা হ'য়ে আমি আত্মহারা

তোমারে ছাড়িয়া বিপথে পড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই কাঁদিয়া ;

পূরব স্মরিয়া বেদনয় হিয়া,
মনের বেদন শমিব কি দিয়া।

না বুঝে, না ভেবে করিয়া করম,
হতেছে ব্যথায় ব্যথিত মরম;
মনে হলে হয় কতই শরম,
হারায়েছি আমি মনের সংযম।

কিবা কার্য্য, কে করায়, কেন করি,
বিষম রহস্য বুঝিতে না পারি;
বুঝি কর্ম্মদোষে ভুঞ্জি কর্ম্ম-ফল,
তুলিতে অমৃত তুলেছি গরল!

হয়েছি অস্থির বিষের জ্বালায়;
কাতর পরাণ শান্তি নাহি পায়;
বড় লাজ পাই বলিতে তোমায়,
কিন্তু তুমি বিনা না দেখি উপায়!

নহে একবার, কত শত বার,
বিপদে পড়িলে করেছ উদ্ধার;
নাহি ছিল শক্তি, উঠিতে কাতর,
তুলিয়া দিয়াছ প্রসারিয়া কর।

কুপথে ভ্রমণ স্বভাব আমার,
উঠিতে উঠিতে ভুলি অঙ্গীকার;
তাই ভয় পাই যেতে বার বার,
কিন্তু গতিহীনে কেবা গতি আর।

রাখ কিম্বা মার, যাহা ইচ্ছা কর,
চরণে শরণ লইল কিঙ্কর ;
হয়েছে অসহ্য সহিতে না পারি,
এখন ভরসা চরণ তোমারি।

তোমারি করুণা অনন্ত, অপার,
করিছে ঘোষণা অখিল সংসার ;
প্রাণের সহিত যে ডাকে তোমায়,
ঘুচে তার দুঃখ, ঘুচে তার দায়।

শিখাও আমায় ডাকিতে তোমায়,
অনুতাপে দগ্ধ হউক হৃদয় ;
ভস্ম যদি হয় ক্ষতি নাই তায়,
পাপভার আর বহা নাহি যায়।

মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠ ব্যবহার,
জীবনের ব্রত হয়েছে আমার ;
দেখাই কতই বাহিরে সাধুতা,
কিন্তু জান তুমি ভিতরের ব্যথা।

তুমি মাতা, পিতা, তুমি ভগ্নী, ভ্রাতা,
তুমি মিতা, দাতা, তুমি ভর্ত্তা, ত্রাতা ;
কাতরে সভয়ে লইনু আশ্রয়,
পিতা গো ! বিতর অধমে অভয়।

পাখী।

কে তুমিরে বল পাখি, না পোহাতে রাতি,
দেখা দেও প্রতিদিন সুদূর গগনে ;
কিবা নাম ধর তুমি, কোথায় বসতি,
যাও পুনঃ কার কাছে, কি কামনা মনে ?

ক্ষুদ্রকায় পাখি, তুমি এত বল ধর,
মুহূর্ত্তে স্বরগ-রাজ্য কর বিচরণ,
উল্লঙ্ঘি অচল শৃঙ্গ, নদী, সরোবর ;
তীর সম গতি তব কে করে বারণ।

ছড়ায়ে অমিয়ধারা মধুর কূজনে
গায়িতে গায়িতে যবে দ্যুলোকেতে ধাও,
মধুর পঞ্চম তানে সুললিত গানে
অমনি তুমিরে পাখি, জগৎ মাতাও।

দিন দিন তুমি মোহনীয় ডাক ডেকে,
নিদ্রিত জগৎ যবে, ভাঙ্গ ঘুম তার।
নিত্যব্রত এই তব দূর শূন্য থেকে ;
স্বভাবের দাস বেশে ভ্রম কি সংসার ?

সত্য, দাস তুমি ; কার পদে বিকাইয়া
জনমের মত, পাখি, সঁপেছ জীবন ;
স্বাধীন বিহারে মরি, জলাঞ্জলি দিয়া,
নিতি নিতি কার আজ্ঞা করিছ বহন ?

ওই দেখ, দেখ, পাখি, দিবা-দূতি উষা
তব সাড়া পেয়ে কত চঞ্চল কাতর!
চকিতে ছাড়িয়া দিব্য নৈশ বেশ ভূষা,
ভেটিতে চলিলা ত্বরা দেব দিবাকর।

বিরহ বিধুরা হেথা দীনা কমলিনী,
মুখ তুলি সরোবরে চাহিল চকিতে;
অমনি প্রসারি কর ধরি দিনমণি,
চুম্বিলা বদনখানি হাসিতে হাসিতে।

ছাড়ি প্রেম অভিনয় তব রব শুনে,
ক্ষোভে ইন্দু ডুব দিলা সাগরের জলে;
মুখ ঢাকি কুমুদিনী জীবন দুর্দ্দিনে
পাতিলা নয়নজল হিমবিন্দু ছলে।

কত গুণ, পাখি, তব মধুবর্ষি গানে!
ছুটিলা জীবনস্রোত তাড়িতের প্রায়
প্রকৃতির প্রতি শিরে; নির্জ্জীব পরাণে
পুনঃ নব রসায়নে উৎসাহে মাতায়।

হাসিয়া কুসুমকুল হাসায় প্রকৃতি;
হাসির তরঙ্গ স্রোতে জগৎ ভাসায়;
প্রমুদিত জীবকুল কিবা ফুল্লমতি,
মোহ মন্ত্র, পাখি, তোর সকলি মজায়।

কিন্তু পাখি, থেকে থেকে নীরব, কাতর,
কেন তুমি ; যাও কোথা, কি সুধাও তাঁয় ;
সে জন কেমন, কিবা ধরম তাঁহার,
এ রহস্য তুই, পাখি, বলিবি আমায় ?

থাক্, পাখি, থাক্ আমার বাসনা মনে।
সত্য, জগতের কথা পশিলে শ্রবণে
অধীর হইয়া তুমি ত্বরিত গমনে
বহ তাঁর কাছে নিত্য, নীরবে নির্জ্জনে ?

অন্তরীক্ষে বসে পাখি দেখিছ সকল—
পাপের মন্ত্রণা গূঢ়, ধনের পীড়ন,
দারিদ্র্যের অবিরাম নয়নের জল,
অদৃষ্টের অস্থায়িত্ব, চিন্তার দহন ;

বিধবার মনোব্যথা, অশ্রু বিসর্জ্জন ;
প্রণয়ীর অন্তর্দ্দাহ, বিচিত্র বঞ্চনা ;
কপটীর লোভনীয় মধুর বচন ;
এ সব সুধাও তাঁরে, পাখিরে বলনা ?

বড় ভাগ্যধর তুমি কিন্তু পাখিবর ;
বিমোহিল যে তোমারে গাও গুণ তাঁর !
তাঁর লাগি তব সম হইয়া কাতর,
শিখিব গায়িতে গান, দুরাশা আমার !

গায়িতে গায়িতে পাখি চকিতে অলক্ষ্যে,
তাঁকে কি দেখিতে যাও ? দেখিয়া আবার,
উল্লাসে বিলাও সুধা বসি অন্তরীক্ষে ;
ধন্য পাখি, জন্ম তব, শক্তি চমৎকার !

অনিশ নেহার পাখি, প্রিয় প্রাণাধার ;
না জানি সে রূপখানি কতই সুন্দর !
প্রেমগাথা সুধামাখা গাও বার বার,
কাঁপাও ললিত তানে ভূধর প্রান্তর।

থাকিত রে পাখা যদি তোমার মতন,
ছাড়িয়া পিঞ্জর এবে যাইতাম উড়ে,
তব সনে ওই দেশে ; তাহলে এখন
ঘোর চিন্তানলে চিত যেতনারে পুড়ে !

হিংসি আমি তব সুখ, তুমি ভাগ্যধর।
নিত্য-সুখ-সিন্ধু-কূলে পশিয়া কখন
আত্মার নাশিব তৃষা, জুড়াব অন্তর,
হবে কি আমার ভাগ্যে সুদিন এমন !

কে তুমি অধোবদনে?

কে তুমি আনত মুখে আজি একাকিনী,
তিতিয়া নয়ন-জলে তিতিছ মেদিনী?
গগনে উঠিছে তারা,
আঁধারে পূরিছে ধরা,
রজনী হতেছে ক্রমে তিমির বরণী;
এমন সময়ে হেথা কে তুমি রমণী?

কপোলে রাখিয়া কর অবনত মুখে,
নীরবে কাঁদিছ কেন মরমের দুঃখে;
দুঃখের দুরন্ত তাপে
সঘন হৃদয় কাঁপে
হৃদয়-আবেগ তাই পড়িছে উথলে,
উথলে যেমতি সিন্ধু প্রতিঘাত-বলে।

বদন কমলে নাহি রে লাবণ্য-রাগ,
কেঁদে কেঁদে পড়িয়াছে কালীমার দাগ;
অনল শিখার সম,
বিচিত্র দহন ক্ষম,
থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে রমণী,
শিহরি উঠিছে তাহে অমনি ধরণী।

দেহের সরস ভাব, সোণাতে সোহাগ,
কোঁথা গেল, কে হরিল লাবণ্যের রাগ!

ললাম লতিকা অঙ্গে,
ভাতিত যে দীপ্তি রঙ্গে,
শুকায়েছে দুঃখাতপ দারুণ দহনে,
ললিত লতিকা সম নিদাঘ পীড়নে।

সহাস বদন, নাহি সহাস নয়ন,
নাহি দৃষ্টি সুধামাখা সন্তাপ হরণ ;
বিবর্ণ বিরস দেহ,
আঁখি বিগলিত লোহ,
হৃদয়ের দুঃখ ভার করিছে বহন ;
বিষাদ বিমগ্ন মন, নীরস জীবন।

কি ভাবনা শুভে, কেন বিজনেতে বসি,
অসহায়া একাকিনী ; ক্রমে ঘোরা নিশী।
শ্রম পরে ক্লান্তমতি,
দিনান্তে প্রকৃতি সতী,
শান্তি সুধা সিন্ধুনীরে শরীর ভাসায় ;
কি চিন্তা বিষম স্রোত তোমাতে খেলায় ?

কিশোর বয়স তব, নবীন যৌবন,
ভাবনার অধিকার নাহিত এখন।
ভালবাসা ফুল্ল ফুলে,
গাঁথি হার প্রিয় গলে,
দোলাইবে সুখাবেশে সুচারু হাসিনি ;
বিষাদ বিমনা কেন বিশদ বরণি ?

তুমি কোন অভাগিনী বিধবা রমণী,
মন দুঃখে বনে বসি কাঁদ একাকিনী ?
দিবসে মনের মত,
মরমের দুঃখ যত,
দেখাতে পারনা, বঙ্গালয়ে দাসী তুমি ;
তাই আঁখিনীরে মুকতিছ বনভূমি ?

ক্ষম শুভে অপরাধ, ক্ষম অপরাধ,
অবিবেকি আমি ; সীমন্তিনী চিরসাধ,
বিশাল ললাট ভাগে,
দীপিছে উজল রাগে,
সুলাল সিন্দুর দাগ ; তুমি পতিবতী।
বললো ললনে কেন, মনের এ গতি ?

কিম্বা হারাইয়া বুঝি, হায়রে, অকালে
প্রাণের প্রতিমা পুত্র, পশি বনস্থলে,
জুড়াতে জীবন জ্বালা,
হেথা গতি তব বালা ?
তাওতো সম্ভব নয় ; নবীনা ষোড়শী।
কহ তব দুঃখ বার্ত্তা, এ ভিক্ষা রূপসি !

কিম্বা কোন পাপাশয় লম্পট দুর্জ্জন,
হরিতে সতীত্ব রত্ন, সতীর জীবন,
প্রকাশিল নিজ বল ;
তাই পাতি আঁখি জল,

করিয়াছ সাধ, হেথা পাতিতে জীবন ?
কিন্তু পতি পাশে একি সম্ভব কখন ?

অথবা তোমার পতি প্রকৃতি বিহীন,
পাশবিক আচরণে নির্ম্মম কঠিন ;
তাই কি বিজনে বসি,
মনের মালিন্য মসি,
আঁখি জলে প্রক্ষালিতে করেছ মনন ?
তাহলে সম্ভব বটে নির্জ্জনে রোদন।

বলিতে হবেনা আর ; দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস
অনলের শিখা সম, করিলা প্রকাশ
নিগূঢ় মনের কথা।
স্মরি তব মর্ম্ম ব্যথা,
হৃদয় কাঁদিল দুঃখে, কাঁদিল নয়ন ;
আহা কি বিষম দৃশ্য হৃদি বিদারণ !

ধিক্ তায়, ধিক্ তায়, হেন ব্যভিচার ;
স্বভাব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নহে মন তার !
নিজের অবস্থা ভুলি,
অমনি বদন তুলি,
রক্তিম নয়নে সতী ভ্রুকুটি করিল ;
হৃদয়ের অন্তস্তর চকিতে কাঁপিল।

মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যজি করিল প্রয়াণ ;
কেমনে সহিবে সতী পতি অপমান !

পতিব্রতা আর্য্যনারী,
পতিপদ হৃদে স্মরি,
যাপয়ে শর্ব্বরী একা বিপিনে বিজন।
আহা কি অমল ছবি সতীর জীবন!

আকাশ।

সুদূর শূন্যেতে থাকি তুমি হে আকাশ,
অসীম, অনন্ত, কিবা পাইছ বিকাশ।
সীমাহীন তব দেহ করে নিরূপণ,
ঐশীক এমন শক্তি কে করে ধারণ?

যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখিবারে পাই,
লোভনীয় রূপ তব, তুমি সর্ব্ব ঠাঁই;
সর্ব্বব্যাপী তুমি ব্যোম, বিশ্বরূপ ধর;
নিগূঢ় রহস্য তব বুদ্ধি-অগোচর।

লাল, নীল, শ্বেত, কৃষ্ণ, কতই বরণ,
অন্তহীন তব দেহে হয় উদ্দীপন।
কত সুখ, তব রূপ নিরখি নয়নে,
উপজয় প্রতি ক্ষণে কল্পনার সনে।

বহুরূপী তুমি; কভু ঢাকি কলেবর
বিশদ ভূষায় সাজ সন্ন্যাসী প্রবর;

কভু প্রেমোন্মাদে পরি বেশ নীলাম্বর
বিলাসব্যঞ্জক সাজে সাজ নটবর।

কভু লাল, কভু কাল, পলকে প্রলয়,
তোমার রহস্য তুমি বুঝ লীলাময়;
অবাক্ হইয়া দেখি বুঝিবারে নারি,
মোহ কলুষিত আঁখি সদাই আমারি।

থেকে থেকে নব রূপে বিকাশ তোমার;
নব অভ্যুদয়ে তব, ভাবুক জনার
ভাবস্রোত যুগপৎ উঠি উথলয়ে,
সাগর সলিল সম সুধাংশু উদয়ে।

অক্ষয় ভাণ্ডার তব, অতুল সম্পত্তি,
রত্নরাজি অগণন কিবা ধরে জ্যোতি!
কেবা করে সংখ্যা সব হেন শক্তিধর,
পারে কি করিতে সংখ্যা ত্রিদিব অমর!

দিবসে তোমার ভালে একটী রতন,
কে পরায়ে দেয় করি কতই যতন;
রতনে উজল ভাতি করি উদ্গিরণ,
স্বভাবের মুখে হরে কালীম বরণ।

সন্ধ্যাগমে কেবা পুনঃ আসি ধীরে ধীরে,
সাজায় রতন লয়ে এক এক করে,
কমনীয় অঙ্গ তব স্বর্গীয় শোভায়;
অনুপম কি আনন্দ হৃদয়ে খেলায়!

গাঁথিয়া চিকণ মালা ত্রিদিব রতনে
গাঁথা স্নিগ্ধ দীপ্তিমান চূর্ণ হুতাশনে,
গলায় পরায়ে দেয়; নীল বক্ষোপরে,
তারাফুলে গাঁথা হার কিবা শোভা ধরে।

এত যে বিভব, কিন্তু কতই উদার,
শান্তি বিরাজিত প্রকৃতি তোমার।
চরমে পরম শান্তি, একি সেই রেখা
তব দেহে সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা!
সত্য বল ব্যোম, ওই রতন নিচয়

বিশাল ভাণ্ডারে তব, রত্ন নাকি নয়!
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সব বাথানে বিজ্ঞান,
তোমার বিশাল বক্ষে পাইয়াছে স্থান।

শব্দবহ নাম শুনি করহে ধারণ;
বহিবারে বার্ত্তা যত তোমার সৃজন।
এ নহে স্বরূপ তত্ত্ব, হেন লয় মন,
তাহলে জগৎ কেন কাঁদিবে এমন।

তুমি কি আমার ?

'তুমি কি আমার' প্রিয়ে, সুধাই তোমারে;
আমার হইলে পরে,
হাসায়ে দুদিন তরে,
ভাসায়ে আঁধারে,
কোন্ দেশে ফেলি গেলে, কোথা হেন দেশ ?
সত্য সেই দেশে নাহি মমতার লেশ।

অনিশ নয়ন করে অশ্রু বিসর্জ্জন;
একি হ'ল ভাল বাসি,
জ্বলন্ত অনল রাশি,
করিছে দহন!
নাহি সুখ নাহি শান্তি; বিষম বিকার
জীবন দুর্দ্দিনে হৃদি করে অধিকার।

চিন্তার অতীত নিরাশার নির্যাতন,
দারুণ আঘাত ক'রে,
ব্যথা দিবে মর্ম্মোপরে—
সুদূর স্বপন;
আশার সুরাগ এবে কোথা মিলাইল,
সহসা সুখের হাসি কোথায় ডুবিল!

হাসাতে হাসাতে বিধি কেন কাঁদাইলি,
নির্ম্মম নিঠুর অতি,
পর দুঃখে এত প্রীতি,
সুখে ছাই দিলি!
শঠতা ব্যবসা তোর বুঝিনু নিশ্চয়;
শঠ প্রেমে কোন কালে কেহ সুখী নয়।

জীবন-পাদব পাশে যৌবনেতে হেরি,
মোহনীয় বেশ ধ'রে,
এ হৃদয় আলো ক'রে,
উঠিল বল্লরি,
প্রণয় লতিকা নাম; হায়রে অকালে,
শুকাইল লতা নিয়তি নিগ্রহানলে!

সুখের স্বপন কত স্বতঃ উদয়িল।
নাচিল হৃদয় তন্ত্রী,
সপ্তস্বরা লয়ে যন্ত্রী,
যেন বাজাইল;
সহসা ছিঁড়িল তার, ঘুচিল নর্ত্তন;
আকাশ কুসুম সম সে সুখ স্বপন!

ভেবেছিনু আমি যবে সংসার বেলায়,
ঘুরিয়া অবশ দেহ;
লভিব, পশিয়া গেহ,
বিরাম ছায়ায়;

দূরিব সন্তাপ স্নিগ্ধ শীতল পরশে,
নবীন জীবন পাব, ভাসিব হরষে ;

ভাবনা-বিকারে কভু হইলে বিভোর ;
উন্মত্ত কাতর যবে,
তৃষায় আকুল হবে,
এ চিত্ত চকোর ;
পুলকে পিয়িব সুধা লতিকা প্রসূনে,
বিদূরিত হবে তৃষা, আহা, তারি গুণে।

কিন্তু ভাগ্য দোষে হায়, এ পোড়া প্রাক্তনে,
কোমল কুসুমাগার,
কাটে কীট দুরাচার,
পশিয়া কুক্ষণে ;
কোথারে সুষমা তার, কোথায় সৌরভ,
বিবর্ণ, বিরস, আজি বিহীন বিভব।

কত দিন ধরে অর্পি সোহাগ সুসার,
ললিত লতিকা মূলে,
মিশায়ে যতন জলে,
করি আবদার।
বিফল যতন আজি, বিফল প্রয়াস,
সাধেতে বিষাদ হ'ল, কেবল আয়াস।

কতদিন, কতনিশি, বিরলেতে বসি,
কত ভাব মনে মনে,

উপজিল প্রতিক্ষণে,
স্মরি মুখশশী!
আহা সে সুখের কথা, সুখদ সে স্থান,
স্মরিয়া শিহরে হিয়া, উচাটন প্রাণ!

চলে গেছ তুমি, কিন্তু ছবি তব সখি,
হৃদয় রেখেছে আঁকি,
জুড়াইতে পোড়া আঁখি,
বিজনে নিরখি;
মোহন মূরতি তব, প্রাণের ভিতর,
প্রতিক্ষণ দেখা দেয় কাঁপায়ে অন্তর।

আমার কথায় যদি বিশ্বাস না কর,
অকাতরে বুক চিরে,
ধরে দিই আঁখি পরে,
রবে নিরুত্তর।
পর ভাবি পরিহার কৈলা অকারণ,
যাবৎ জীয়িব কিন্তু ভাবিব আপন।

পর ভাব ক্ষতি নাই, রেখ কিন্তু মনে;
প্রিয়ে, তব প্রেম লাগি,
হইয়াছি সর্ব্ব ত্যাগি,
এ ছার জীবনে।
পর ভাব ক্ষতি নাই, ভাবিব আমার,
তাহাতেও পাব প্রিয়ে, আনন্দ অপার।

বাঁশরীর গানে।

সখিলো,

কে দাঁড়ায়ে ওই দেখ কদম্বের তলে!
কিবা অনুপম,
কাল রূপ কম,
নব নীল ঘন যেন শোভিছে ভূতলে।
এমন মোহন রূপ নয়নরঞ্জন,
এ জীবনে আর কভু হেরেনি নয়ন।

আমরি,

রাজিছে অধরে কিবা সুমধুর হাসি;
কাদম্বিনী কোলে,
শোভে হেলে দুলে,
উজল বিভায় স্থিরা বিজলী বিকাশি।
পুলক কদম্ব জিনি তনু পুলকিত,
সহাস বদনে পূর্ণ ইন্দু বিকসিত।

ঢল ঢল আঁখি দুটী ভাসে প্রেমজলে;
সোহাগ অঞ্জনে,
অপূর্ব্ব রঞ্জনে,
সুষমা কেমন সখি পড়িছে উথলে;
নিশির শিশির বিন্দু দূর্ব্বাদল দলে,
কি ছার ইহার কাছে তুলনা তুলিলে!

সখিলো,

কি হ'লো কি হ'লো আজি ও রূপ নিরখি ;
মন্ত্রৌষধি বলে,
অহিরে বশীলে,
যেমতি তাহার দশা হয় প্রিয় সখি।
জানিতাম আগে যদি রূপে মন টলে,
কে আসিত তবে আজি যমুনার জলে!

নিবার,

নিবার পুরুষবরে বাজাতে বাঁশরী ;
বাঁশরীর গানে,
অবলার প্রাণে,
লাগিলে আঘাত বল কেমনে সম্বরি।
ওই দেখ, দেখ, সখি, অবলা মজাতে,
চতুর রসিক বাঁশী লাগিলা বাজাতে।

ওই দেখ, দেখ, সখি, বাঁশরী বাজিল!
একি অকস্মাৎ,
হেরি যুগপৎ,
গভীর কল্লোল স্রোত কোথায় মিশিল ;
বহিল সর্ব্বত্র শান্তি স্রোত সুধাময়,
স্থাবর জঙ্গম বাঁশী-গানে মুগ্ধ রয়!

এই না বিহগকুল কল কল রবে,
কাঁপায়ে ভূধর,

কাঁপায়ে প্রান্তর,
কাঁপাইলা চরাচর কাঁপাইলা জীবে ;
উড়িতে উড়িতে সহসা বাঁশীর গানে,
বিস্তম্ভিলা, দেখ দেখ সুদূর গগনে !

ওই যে সুন্দর গাভী বৎস হারা হ'য়ে,
গভীর কাঁদিলা,
গভীর নাদিলা,
কেমনে রহিলা স্থির বিলাপ ত্যজিয়ে ;
ওই যে হরিণশিশু ছাগশিশু সনে,
সুখেতে খেলিতে ছিলা সুন্দর নর্ত্তনে,

রহিল, আছিল যথা, আঁকা ছবিমত।
ওই পথ ধারে,
খল বিষধরে,
মুখেতে আহার, কিন্তু কেন চিত্রার্পিত ?
অন্তক মুখেতে ওই মণ্ডুক কাঁদিলা,
ভুলিয়া প্রাণের জ্বালা সেও নিরবিলা !

সখিলো,
শুনিলা অদূরে এইতো কানন মাঝে,
ক্ষুধায় আকুল,
গর্জ্জিল শার্দ্দুল,
কিন্তু অকস্মাৎ সেও বাঁশীগানে মজে !

পুলকে আমরি হেরি কদম্বের পরে,
স্তম্ভিত বাঁশীর গানে শাখী পুচ্ছ ধ'রে।

দেখলো,

দেখ সখি, উছলিলা যমুনার জল ;
বারীশ বাসনা,
সখিলো বলনা,
পুলকে ফুলিয়া কিবা করে ঢল ঢল !
তা দেখি পবন ভাসায়ে রসের ভেলা,
যমুনার বুকে বসি করে কত খেলা।

আপন গরব ভরে দেখ ঊর্দ্ধ শিরে
সখি যে অচল,
সে ঐ পদ তল,
ধীরে ধীরে প্রক্ষালিছে সুখ অশ্রুনীরে।
সম্মুখে পাদপ ওই গানেতে ভুলিলা,
নীরবে, আনন্দে, পদে পুষ্প অর্ঘ্য দিলা।

কি হ'লো,

উছলিয়া হৃদি বহিলা বাসনা নদী ;
তরঙ্গ আঘাতে,
প্রতিকুল বাতে,
কি হবে, বলনা ধৈর্য্য বাঁধ ভাঙ্গে যদি !
কি জ্বালা ঘটিল সখি, বাঁশরীর গানে,
জ্বলন্ত শায়ক যেন পরাণে কে হানে।

ধর্‌লো,

অবশ হইল অঙ্গ জুটিল আবেশ!
কি করি এখন,
চলে না চরণ,
বিমুগ্ধ নয়ন বিলোকি মোহন বেশ;
বিমুগ্ধ পরাণ শুনিয়া বাঁশীর গান;
সখিলো, কি হ'ল আজি, মনশূন্য প্রাণ।

করিয়া মিনতি, সখি, ধরিয়া চরণ,
ব'লো শ্যাম চাঁদে,
অভাগিনী কাঁদে,
অবিরাম অশ্রুজল কর নিবারণ;
এ ঘোর প্লাবনে আজি না দেখি উপায়,
কুল দানে কুল রাখ, ওহে নটরায়।

ব'ললো,

নহিলে রূপের রজ্জু বাঁধিয়া গলায়,
পশিয়া অতল,
যমুনার জল,
জুড়াব জনম মত জীবন জ্বালায়।
মিনতি করিয়া শেষে ব'ললো তাঁহায়,
এমন করিয়া যেন বাঁশী না বাজায়!

চন্দ্রালোকে।

সরস বসন্তকাল নিশীথ সময়,
বহিল চিন্তার স্রোত উথলি হৃদয়।
কাতর, অস্থির, চঞ্চল মতি,
সহসা কেন এ বিকৃত গতি ;
অনিদ্র নয়ন, মলিন বদন,
বাহিরিনু ধীরে ব্যথিত অতি।

বিকচ পূর্ণিমা নিশি, প্রফুল্ল হৃদয়,
রজত বরণ শশী গগনে উদয় ;
মৃদুল পবন মৃদুল বয়,
সন্তপ্ত শরীর শীতল হয় ;
যায় যায় যায়, সুগন্ধ বিলায়,
সৌগন্ধে সকলি সুরভিময়।

তারাফুলে গাঁথা হার পরিয়া গলায়,
শরীর সুষমা শশী গরবে দেখায় ;
সুচারু আননে মানস লোভা,
ফুল্ল ফুল-দলে ঢালে কি বিভা ;
সাধ হয় মনে, বসিয়া নির্জ্জনে,
নেহারি কেবল বিকচ শোভা।

নাচিয়া নাচিয়া সুখে কৌমুদী খেলায়,
বিশদ হাসিয়া কিবা জগতে হাসায়।

তরঙ্গ আবলী সরসী কোলে,
চন্দ্রমার হার পরিয়া গলে,
আমোদে ফুলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া,
থেকে থেকে পড়ে সরসী কোলে।

নেহারি নয়নে হেথা দিনান্তে কান্তারে,
ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলে সরোবরে,
বিধুর বাসনা বিধুর পানে,
সতৃষ্ণে চাহিল অনন্য মনে ;
যুগ যুগান্তরে, পাই প্রাণেশ্বরে
সতী যথা চাহে প্রাণেশ পানে!

তা দেখি অমনি সুদর্শন সুধাকরে,
ধরে ধীরে প্রেয়সীরে সুধামাখা করে ;
সুধাংশুবদনী সুধাংশু কোলে,
উল্লাসে কাঁপিয়া পড়িলা ঢলে ;
মধুর চুম্বনে, বধূর আননে,
সঞ্জীবনী রস দিলা রে ঢেলে।

নীলাম্বরে অঙ্গ ঢাকি, রতনে কবরী,
যথাকালে প্রাণনাথে ভেটিল শর্ব্বরী ;
চতুর পতির ধরম হেরি,
সতীর নয়নে ঝরিল বারি ;
মুখে নাহি বাক্, হইয়া অবাক্,
অনঙ্গে ধিক্কারে সে রঙ্গ হেরি।

বিধুরে দেখিয়া চকোর চকোরী ধায়,
ধায় যায় চাঁদপানে ঘন ঘন চায়;
বাসনা চাঁদেরে উপাড়ি এনে,
ভূমেতে ফেলিয়া ধরিয়া টেনে,
বুকেতে বসিয়া, পরাণ ভরিয়া,
সুধাধারা পিবে একান্ত মনে।

বিকট শবদে উড়ে পেচক আকাশে,
থর থর কাঁপে চকোর মিথুন ত্রাসে;
দম্পতি ভ্রময়ে মনের সুখে,
পড়িল কি বাজ দুষ্টের বুকে!
পরের দেখিয়া, বেদনয় হিয়া;
জগতের ধর্ম্ম অবাক দেখে।

বিয়োগ কাতর এক বিহগ রতন,
কূলে বসি প্রেয়সীরে ডাকে ঘন ঘন;
প্রাণের জ্বালায় রোদন করে,
বিহগিনী হায় চায়না ফিরে;
রমণীর মন, কঠিন এমন,
কি দৃশ্য বিষম আঁখির পরে।

হেন অভিনয় মাঝে অদূরেতে শুনি,
মধুর কোমল কণ্ঠে প্রেমের কাহিনী।
নিশীথে বিজন সঙ্গীত শুনে,
সহসা কি ভাব হইল মনে;

ভাবেতে মগন, চলে না চরণ,
কে যেন বাঁধিল মন্ত্রের গুণে !

দেখিনু রূপসী এক কুটীর প্রাঙ্গণে,
তুষিছে পতির প্রাণ প্রেম আলাপনে ;
গলা ধরে দোঁহে প্রেমের ভরে,
চাঁদের কিরণে বিহার করে ;
বিধির যতন, প্রণয় রতন,
কুটীর প্রাসাদ একই করে।

চন্দ্রমা কিরণে আজি প্রেম অভিনয়,
দেখিলাম আঁখি ভরে ভুলিবার নয়।
সংসার শ্মশান প্রণয় বিনে ;
ধিক্‌রে জীবন এ ধন হীনে !
চাঁদের কিরণে, প্রেমের নর্ত্তনে,
নাচিতে বাসনা হয়না মনে ?

কামিনী, কুসুম।

কুসুম-কামিনী কানন মাঝে
বিশদ সজ্জায় অমল সাজে ;
বিধির তুলিতে সৃজন পটে,
বিচিত্র রচনা জগতে রটে।

সংসার কাননে কামিনী ফুল
কানন কুসুমে হয় না তুল ?
নয়ন রঞ্জন, মানস লোভা,
পবিত্র আলোকে ভুবন-শোভা।

কোমলতা কিবা কুসুম অঙ্গে ;
রমণী হৃদয়ে বিরাজে রঙ্গে !
সংসার মরুতে রসের খনি,
আঁধার জগতে উজল মণি।

লাগিলে আতপ ফুলের গায়,
দেখিতে দেখিতে শুকায়ে যায় ;
লাগিলে আতপ অবলা গায়,
নহে বৃন্তচ্যুত কুসুম প্রায় !

রমণীর রূপে ভুবন ভুলে ;
রমণীর রূপে মানস টলে ;
নিস্তব্ধ, মরুত বিমুগ্ধ হ'লে ;
কঠিন হ'লেও পাষাণ গলে।

রূপের সাগরে লাবণ্য জল,
প্রেমের হিল্লোলে মধুর চল ;
রূপের হাসিতে জগৎ হাসে,
হাসির অভাবে আঁধারে ভাসে।

গোলাপ, চামেলি, মল্লিকা, যুথি,
মালতি প্রভৃতি কতই জাতি,
ফুটিয়া কাননে দিবস রাতি,
গরবে জ্বালায় রূপের বাতি।

প্রফুল্ল কুসুম আঁখির'পরে,
রূপের চটকে চেতন হরে ;
নয়ন ভরিয়া আবেশ ভরে,
মূঢ় হেন কেবা দেখে না ফিরে !

ফুলের সৌরভ যখন ছুটে,
লাখে লাখে অলি আসিয়া জুটে ;
ঘুরিয়া ফিরিয়া কুসুম বঁধু,
বধূর অধরে পিয়ে গো মধু।

গুন্ গুন্ গুন্ ললিত তানে,
মধুর গায় গো বধূর কাণে ;
হাসিয়া কুসুম লুটিয়া পড়ে,
চতুর নাগর পলায় উড়ে।

কামিনী কুসুম যখন ফুটে,
মধুর সৌরভ স্বরগে ছুটে ;
সৌরভে আকুল মানস ভৃঙ্গ,
নিতিই দেখায় কতই রঙ্গ।

কামিনী কুসুমে অমিয় ঝরে,
এত সুধা আর কোথায় ধরে !

পাগল জগৎ সুধার তরে,
পাগল শঙ্কর, পাগল নরে।

দেবের অর্চ্চনা কুসুমে হয়,
ত্রিলোক জুড়িয়া এ খ্যাতি রয়।
কুসুম তুলিয়া হরষ মনে,
সাধনা করেন তাপসগণে।

হার গাঁথি কেহ প্রসূন তুলে
চিকণিয়া চারু দোলায় গলে ;
কেহ রাখে সুখে মাথায় তুলে,
কেহ বা ধিকৃরে চরণে দলে।

কামিনী কুসুমে ধরম হয়,
সংসার সুখদ, সম্পদময় ;
পুণ্যতোয় খেলে জগৎময়,
নীরস জীবন সরস হয়।

কামিনী কুসুমে গাঁথিয়া হার,
পরিতে বাসনা হয় না কার ?
কামিনী কুসুম শুকালে পরে,
তবুও তাহাতে অমিয় ঝরে।

শ্মশান।

একি সেই স্থান, সাধুর নয়নে
নিসর্গের শোভা যেখানে খেলায় ?
স্বরগ আদর্শ বাথানে যাহারে
একি সেই স্থান পবিত্রতাময় !

একি সেই, সেই শান্তি নিকেতন,
না পারে পশিতে যেখানে কল্লোল ;
একি সেই স্থান, বিরাম আধার
খেলায় যেখানে অমিয় হিল্লোল ?

একি সেই স্থান বিকার বর্জ্জিত,
মরলোকমাঝে অমর নিবাস ;
একি সেই স্থান, সগুণে, নির্গুণে,
যেখানে সমান স্নেহের বিকাশ ?

একি নিরপেক্ষ্য সে বিচার-ভূমি,
বিষমতা যথা নাহি পায় স্থান ;
এই কি শ্মশান, শোভা পায় যার
বিশাল উরসে ন্যায়ের নিশান ?

এখানে আসিলে সব মিলে যায় ;
থাকেনা লঘিমা, থাকেনা গরিমা ;
জগতের স্পর্দ্ধা হেথা চূর্ণ হয় ;
আহা ! বলিহারি স্থানের মহিমা।

বিদ্যার আলোক, জ্ঞানের প্রতিভা,
গুণের গরিমা, যশের সৌরভ,
পদের মর্য্যাদা, আত্ম-অহমিকা,
পায় বিপর্য্যয় এখানেই সব।

রূপের গরব, বিলাসের স্পৃহা,
ঐশ্বর্য্যের দম্ভ, আশার মহত্ব,
দারিদ্র্য আগুণ অনন্ত অসহ,
এখানে বিলয় অদৃষ্ট আবর্ত্ত।

সাধুর সারল্য, শঠের কাপট্য,
সত্যের সাহস, অনৃতের ত্রাস,
বিলয় এখানে ; এখানে বিলয়
কৃতঘ্ন মনের দুরন্ত হুতাশ।

শিশুর চাঞ্চল্য, যুবার উৎসাহ,
বৃদ্ধের নৈরাশ্য, যোগীর উদাস,
বীরের উল্লাস, ভীরুর আতঙ্ক,
পশিলে হেথায় নিশ্চয় বিনাশ।

মাতার কদর, পিতার যতন,
ভ্রাতার সৌহৃত্ব, ভগ্নীর আদর,
ভালবাসা স্ত্রীর, আর সুহৃদের
সর্ব্বত্যাগী সদা সরস অন্তর ;

বালার বদনে হাসি সুকুমার,
শিশুর অস্ফুট মধুর বচন,
যুবতী নর্ত্তন যৌবন গরবে,
পতির চরণে সতীর শরণ ;

এই সেই স্থান, নিয়ন্তা নিদেশে
নিত্য নিত্য হেথা হতেছে সংহার ;
অনিত্য জগতে নিত্য কিছু নয়,
শ্মশান সদনে হয় চুরমার।

তবে কেন তুমি কপট প্রবর,
মুখে বল এক কাজে আর কর ;
অনৃত বলিয়া অজ্ঞানে ভুলা'য়ে
নিরয়ের পথে হও অগ্রসর।

কুহকে, কৌশলে, ধরমের ভাণে
স্বকার্য্য সাধন ব্যবসা তোমার ;
তোমার দুষ্কৃতি, তোমার শঠতা
আসিলে হেথায় রহিবে কি আর ?

ধনলিপ্সু তুমি দুরন্ত রাজন
উন্মত্তের প্রায় করিছ শোষণ ;
দরিদ্র-শোণিতে পূরিছ উদর
তথাপি পিপাসা হয়না বারণ ?

কিন্তু এক দিন থাকে যেন মনে
ত্যজিতে হইবে সকল রতন ;
ঘুচিবে আস্পর্দ্ধা শ্মশান সদন ;
চিনিবে না কেহ কে প্রজা, রাজন !

তুমি ধনি, আজি আপন গরবে
বিমান হইতে কৈলা কষাঘাত
অনাবৃত তনু ভিক্ষুকের পৃষ্ঠে,
ম্লান মুখ পানে নাহি দৃকপাত !

অবিচারে ঘোর সর্ব্বস্ব হরিয়া
কাঁদাইলা যায় করিলে ভিখারী ;
পুত্র কন্যা তার পথে পথে ফিরে,
হেরিয়া হেরনা ধিক্‌রে চাতুরি।

আজ অভিমানে পরশিতে যায়
সঙ্কুচিত এত, হায় এক দিন
যাবে অভিমান, ধনের গরিমা,
একত্রে মাটিতে হইলে বিলীন।

তুমি দুরাচার কৃতঘ্ন পামর,
ক্ষীণ তনু প্রাণ করিয়া পোষণ
যার অন্নে আজি প্রাণবন্ত তুমি ;
সাজে কি তোমার দুষ্ট আচরণ ?

পরিণামে হায়, পরিহার তায়
করিতে সরম হ'লনা তোমার ?
পশুবৃত্তি তব বর্ব্বর দুর্জ্জয়,
এক দিন হেথা হইবে সংহার।

আর ধিক্ তুমি অবিশ্বাসী নর ;
প্রভু না তোমার, ধরি দুটী করে
অর্পিলা সর্ব্বস্ব অন্তিম সময়ে !
হরিলা কেমনে দিন দুই পরে ?

ক্ষুধায় কাতর করিছে রোদন
অনাথ বালক ; দেখি নিরুপায়
অভাগিনী মাতা আজি তব দ্বারে ;
দীনদশা হেরে বুক ফেটে যায় !

চিনিতে নারিলে ভাগ্যবান তুমি,
পাদুকা যাদের বহেছ মাথায় !
উত্তপ্ত শোণিত ধমনী মাঝারে
হবেনা শীতল আসিলে হেথায় ?

দুশ্চারিণি তুমি, সোণার সংসারে
দিয়া জলাঞ্জলি দিতেছ সাঁতার
অনন্ত নিরয়ে ; কিন্তু পরিণামে
প্রচণ্ড তাণ্ডব রবে কি তোমার ?

তুমি দীনবালা, আজি নতমুখে
নীরবে কাঁদিছ, হানিছ কপালে
স্মরি নিজ দশা ; তব নির্যাতন,
আসিলে হেথায়, প্রশমিবে কালে।

তুমিলো ললনে, হাসিছ মধুর
প্রেম আলাপনে পতি লয়ে সনে ;
তুমিও হাসিছ যুবক চঞ্চল
প্রেমসিন্ধু-নীরে তুলিয়া রতনে।

হায়রে কদিন ; ক্ষণিক আবর্ত্ত,
হবে প্রক্ষালিত হইলে প্লাবন
সময়ের স্রোতে ; কোথা ভেসে যাবে
দম্পতীর সুখ, সুহাসি, নর্ত্তন।

আর তুমি, একে একে হারাইয়া
নয়নের মণি যত, পাগলিনি ;
এ দশা রবেনা রবেনা নিশ্চয়,
শান্ত হবে হিয়া তব, উন্মাদিনি।

আমার আমিত্ব ইহাও রবে না ;
যাবে অন্তর্দ্দাহ ; হবে সুশীতল
বিদগ্ধ পরাণ ; আহুতি দিবেনা
আঁখিজল তায়—কি সুন্দর স্থল !

স্বতঃসিদ্ধ এই বিধান তাঁহার ;
কেন অহমিকা তবে মূঢ় মন ?
ত্যজ দম্ভ, স্পর্দ্ধা, আত্ম-অভিমান,
চরমে লভিবে যদি শান্তি ধন।

ছি ছি চিনিলে না !

কই ভগ্নি কোথা, সুচারুভাষিণি,
রাজিত অধরে সুমধুর হাসি ;
নাচিয়া নাচিয়া এস প্রিয় সখি,
যৌবন নর্ত্তনে নাচিয়া রূপসি !

আজি তব পতি প্রবাস কাতর,
জুড়াতে এসেছে হিয়া কাতরিত ;
তুস্তর প্রান্তর করি অতিক্রম,
ছায়ামূলে যথা পথিক তাপিত !

প্রেম-সূত্র দিয়া সুচারু বন্ধনে
বাঁধি রাথ দৃঢ় হৃদয়ে হৃদয়।
যুগল রূপের ঘন সম্মিলনে
নবীন রূপের হবে অভ্যুদয়।

সমুদিত আজি তব সুখ শশী ;
প্রেমের সাগরে শশীর উদয়ে
উঠিল উজান ; উজানের সঙ্গে
নাচ দেখি রঙ্গে তোমরা উভয়ে।

কিবা সুপ্রভাত আজিলো তোমার!
সৌভাগ্য অরুণ দেখলো উদিল ;
কিরণ হিল্লোলে প্রণয় কমল
দেখ দেখি সখি কেমন ফুটিল!

আজিলো তোমার সুখের সুদিন ;
হৃদয় আকাশে ঘুচিল আঁধার।
রসের সাগরে তোমরা দম্পতি,
আমরা নিরখি, দাওগো সাঁতার।

হৃদয় খুলিয়া হৃদয়ের ব্যথা,
প্রাণের যাতনা অসহ, অনন্ত
দেখাও প্রাণেশে ; ব'ল দাসী বলে,
সাজে কি এ হেন কাঠিন্য হে কান্ত ?

বিচ্ছেদ নিদাঘে প্রাণের পিপাসা
সুধা পানে আজি শম বিনোদিনি ;
সুধারে অধরে সুধাধারা ঝরে
দহন যাতনা রবেনা লো ধনি!

মধুরে মধুর নব অভ্যুদয়ে
কাহার নয়নে প্রীতিকর নয় ?
পতির সোহাগে সতীর যতনে
দেখাও কি শোভা সন্নিহিত রয় ।

মধুর ভাবিয়া, মধুর হাসিয়া
হাসাও পতিরে দর্শন কাতর ;
নবীন যৌবনে যুবতীর হাসি
তোষে না কাহায়, নর কি অমর ?

হৃদয় রতনে ধরলো হৃদয়ে
রমণীর প্রিয় চির প্রিয় ধন ;
সাজলো, সুন্দরি, অমল শোভায়,
আমরা নিরখি জুড়াই নয়ন ।

কিন্তু অকস্মাৎ একি ভাব তব ;
কি চিন্তা তরঙ্গ বিষম প্রপাত
উদ্বেলিল, সখি, হৃদয় তোমার,
ঘন ঘন ঘন করিয়া আঘাত ?

মলিন বদন, নাহি হাসি মুখে,
নাহি প্রফুল্লতা দেহের সুরাগ ;
আহা কি বিচিত্র দেখিতে দেখিতে
কোথা সে চাঞ্চল্য যৌবন সোহাগ !

নাহি বাক মুখে; কেন লো নীরব,
নীরব যেমতি ছবি চিত্রাঙ্কিত;
বিষাদ রাহুর বিষম ছায়ায়
তব সুখ রবি হ'ল কি নিহিত?

জীবন, যৌবন ক'দিনের তরে?
নশ্বর সংসারে সকলি নশ্বর।
যাইলে সময় ফিরিবে না পুনঃ;
তবে কেন বৃথা ভাব নিরন্তর।

সংসারে আসিয়া সংসারে থাকিয়া
পাগলের মত সুখ তরু মূলে
হানিছ কুঠার; হেন সুসময়ে
আত্মহারা হ'য়ে থেক না লো ভুলে।

'সংসার বন্ধনে নাহি সাধ মোর
বাঁধিতে জীবন' ছাড় হেন পণ।
ধরলো বচন করিলো মিনতি
'সুখ নাই বিনা সংসার বন্ধন।'

হের, পতি তব বিষণ্ণ কাতর,
অধোমুখে আজি বসিয়া বিজনে,
মরমের দুঃখে জীবন্তে মরণ;
দারুণ আঘাত সাজে কি ললনে?

পতি শক্তি, মুক্তি, পতি ধ্যান, জ্ঞান,
সহায়, সম্পদ, রতন পরম,
দুঃখ, সুখ, পতি জীবন অনন্ত,
পতিপদ-সেবা চরম ধরম।

শুন, সহচরি, শুন মন দিয়া
অবলার গতি পতি বিনা নাই।
ছি ছি চিনিলে না এ হেন পতিরে,
নিরখি আমরা দুঃখে মরে যাই।

কার তরে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বার, ব্রত,
কষ্ট, উপবাস, এ দেহ ধারণ ;
নহে কি উদ্দেশ্য, চির অভিপ্রেত
পতির মঙ্গল একান্তে সাধন ?

পরোক্ষে তাহাতে কল্যাণ তোমারি,
তোমারি অনন্ত সুখের সংস্থান ;
সিদ্ধ চিরতরে সার্থক জনম
হবে পরিণামে, এ হেন বিধান।

সীতা, দময়ন্তী, সত্যের সাবিত্রী,
পাণ্ডব ললনা পাঞ্চাল-কিশোরী ;
ভীম বিনোদিনী চিতোর-পদ্মিনী,
দেখ পুরাবৃত্ত আর কত নারী ;

তুষিতে পতিরে অসাধ্য করম
কত যে সাধিলা, বর্ণিব কেমনে ;
তাই বলি সখি, জীবনে কি ফল,
জীবন না দিলে পতির চরণে।

হও রূপবতী, গুণবতী তুমি,
গুণের গৌরব, রূপের আদর,
কোথা রবে বল, বল সহচরি,
পতিরে তুষিতে হইলে কাতর ?

কেন কাঁদি ?

কেন কাঁদি আমি ? নিবার কাঁদিতে ?
হায় আজি তুমি পার না দেখিতে
আমাদের নেত্রে সলিল সরিতে ;
কান্না আমাদের সম্বল জগতে।

দারুণ আঘাত মরমে করিয়া
নিবার কাঁদিতে সরমে থাইয়া ;
অন্তর্দ্দাহ ঘোর রাখে নিবারিয়া,
কে আছে সুহৃদ প্রবোধিয়া হিয়া !

কেন, কাঁদি কেন, তুমি কি জান না ?
জাননা হৃদয়ে বিষম যাতনা !
সত্য তোমাদের ব্যবসা বঞ্চনা ;
নহিলে এখন এমন জল্পনা ।

'কেঁদনা কেঁদনা' ও নিঠুর বোলে
দিওনা আহুতি জ্বলন্ত অনলে ;
মনের আগুণে মরিতেছি জ্বলে,
দেখ না তাহাতে কিবা ফল ফলে !

মধুবর্ষি তোমাদের মিষ্ট কথা,
ভাবিছ, ঢালিছে কতই মমতা ;
কিন্তু শুন বর্ণে বর্ণে শেল ব্যথা
বাজিছে মরমে, সরমের কথা !

চাহিনা শুনিতে মধুর বচন,
হউক তাহাতে মধু বরষণ ;
মধুপানে সত্য হয় কি মনন
হৃদয়ে আবেগ বিষম যখন ?

ধরি পায়, যাও যাও যাও স'রে,
দেও গো কাঁদিতে আজি প্রাণ ভ'রে ।
কেঁদে কেঁদে প্রাণ বায়ু যাক্ স'রে ;
কি ফল ফলিবে প্রতিরোধ ক'রে ?

'অদৃষ্টের ফল' 'অদৃষ্টের কথা',
প্রাণতো শুনেনা ও হেন বারতা ;
কে শিখা'ল ওই অমঙ্গল কথা ;
ওই বোলে খেলে আমাদের মাথা।

কি ছার অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট মানি না ;
অদৃষ্ট দোহাই শুনিতে চাহি না ;
অদৃষ্ট বাদিত্ব অনৃত জল্পনা,
জটিল মনের কুটিল কল্পনা।

তোমরা অদৃষ্ট, বিধি-চক্র ধর,
আর্য্যনারীভাগ্যে অঙ্কপাত কর ;
স্বার্থ তোমাদের জীবনের সার,
বৃথা কেন দাও দোষ বিধাতার !

আসন্ন শমন যাহার শিয়রে,
দিন দুই পরে নৈলা কেশে ধ'রে ;
রাক্ষসের প্রায় নৃশংস আচারে
ধনলিপ্সা বশে সমর্পিলা তারে।

এই তো কপাল ; এখন বুঝিলে
যাহার দোহায়ে সব পাসরিলে।
মুখপানে হায় ফিরি না চাহিলে,
দারুণ আঘাত মরমেতে দিলে।

ওরি নাম বিয়ে আগেতে জানিলে,
তখনি আহুতি দিতাম অনলে
পরাণ আমার ; নয়নের জলে
ওগো ভাসিতাম আজ কি তা হ'লে !

পরাণ দিতাম তখন বুঝিলে,
পশিয়া অতল গঙ্গার সলিলে
পাষাণ বাঁধিয়া অনায়াসে গলে ;
দেখিতে তোমরা ব'সে থাকি কূলে।

আজি গো যৌবনে প্রবৃত্তি উদয় ;
বাসনার গতি কভু রোধ নয় ;
অদৃষ্ট দোহাই শুনিতে না চায়
কাতর পরাণ ; কি হবে উপায় !

আছে যে উপায় ঠেল তায় পায়,
মেরো না মেরো না ধরি ওগো পায় ;
রাখ রাখ পায়, নহে প্রাণ যায়,
প্রাণ গেলে বাঁচি তাও কই যায় !

যে জ্বালা প্রাণের বলিতে পারি না ;
স্বপনেতে তাহা হয় না ধারণা।
সহজে আমরা অবলা ললনা ;
সাজে কি এ হেন অসহ যাতনা ?

কঠিন তোমরা দিন দুই পরে,
প্রাণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ক'রে
প্রাণ পাও, বিধি দেয় দেশাচারে ;
শোভা পায় সব পুরুষেরি করে।

পলেক তোমরা সহিতে পার না ;
কি কর, নিঠুর, ভাবিয়া দেখ না।
ফুকারে বলিতে বচন সরে না ;
নিলাজ পুরুষ কেনরে মরে না!

রক্ত, মাংস আছে সকল শরীরে,
তাদের ধরম কথাতে কি ফিরে?
নিসর্গের গতি কেবা রোধ করে,
কেবা এ সংসারে হেন বল ধরে?

দেবের অসাধ্য ; ধিক্ থাক নরে,
প্রবৃত্তির দাস পাশব আচরে!
কিন্তু যে শকতি মোদের শরীরে,
দেবে কিম্বা নরে স্বপ্নসম হেরে।

অবলা আমরা, কান্না মাত্র বল ;
দাও গো কাঁদিতে ফেলি আঁখি জল ;
ঘোর অন্তর্দ্দাহ হউক শীতল ;
নাহি কেহ দিতে বিন্দুমাত্র জল।

অবলা ব'লে কি এত অপরাধী ?
কোন পাপে বিধি হৈলা নারীবাদী !
কি দোষ বিধির ; দোষী নিরবধি
নহে কি পুরুষ আত্ম স্বার্থ সাধি ?

ধিক দেশাচার, ধিক দেশাচার !
সহে না সহে না দুষ্ট ব্যবহার।
পুরুষের হয় বিয়ে বার বার,
হয় না কি বিয়ে পুনঃ বিধবার ?

শাস্ত্র অসম্মত ? রাখ শাস্ত্র তুলে
কিম্বা টান মারি ফেলি দেও জলে,
অথবা পোড়াও জ্বলন্ত অনলে ;
ও শাস্ত্র অশাস্ত্র, অধর্ম্ম শুনিলে।

যদি শাস্ত্র মান, দেখ পরাশর ;
বিবাহ বিধান আছে বিধবার।
'নষ্টে মৃতে ইতি' বিধি করি সার
কেননা দলিছ দুষ্ট দেশাচার ?

কলিতে এ ধর্ম্ম নহে শাস্ত্রাচার,
সত্য ত্রেতা আদি যুগের ব্যাপার ;
যুগে যুগে শাস্ত্রে হয় রূপান্তর ;
কালি শাস্ত্র, আজি অস্ত্র খরতর।

জটিল কুটিল কুটতর্ককারী
রটায় কতই কুটতর্ক করি;
বচন জ্বালায় প্রাণেতে শিহরি;
বিদার বসুধা, এ জ্বালা সম্বরি।

শাস্ত্র ছেড়ে আজ অন্য কথা কও;
সহজ বুদ্ধিতে কি বলে সুধাও;
বলিবে কখনো বিধবা জ্বালাও,
বিধবার বুকে পাষাণ চাপাও?

কি করিতে কি করি'ছ দেশাচার,
পাপস্রোতে দেখ ডুবিছে সংসার;
গেলরে গেলরে না দেখি নিস্তার,
চৌদিকে ঘেরেছে কি কাল পাথার!

কত শত ভ্রূণ হত্যা দিনে দিনে
হ'তেছে নিয়ত আর্য্য নিকেতনে;
শোণিত শুকায় কথা হ'লে মনে;
কি দৃশ্য কুদৃশ্য ভারত ভবনে!

ডুবিলে অতল সাগরের জলে
রবে এ কলঙ্ক ভারতের কোলে;
ঘুচিবে না দাগ পুড়িলে অনলে,
ভস্মরাশি হ'তে উঠিবেরে জ্বলে।

এ পাপের ফল ভারত পীড়ন,
ভারতের দুঃখ হবে না মোচন ;
ভারতের তরে অশ্রু বিসর্জ্জন
কভু কি করিবে কাহার নয়ন !

রবি, শশী, গ্রহ, ত্রিদিব অমর,
দেখিছ তোমরা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
দেখিছ তোমরা মর্ত্ত্যবাসী নর,
ভারতের কিবা দুষ্ট ব্যবহার !

অনন্ত নিরয়ে ভারত ডুবিবে ;
নিরয় পাবকে ভারত পুড়িবে ;
পুড়িবে, তথাপি ভস্ম নাহি হবে ;
ভস্ম হ'লে অহো প্রাণজ্বালা যাবে!

কত দিন আর বিধাতা সহিবে,
দেখিতে দেখিতে ভারত মজিবে !
মজিবে নিশ্চয় ভবিষ্য দেখিবে,
পাপের এ ফল অবশ্য ফলিবে।

আমরা দেখিব, আনন্দে হাসিব,
অন্তরীক্ষ হ'তে করতালি দিব ;
তার সঙ্গে রঙ্গে গরবে নাচিব,
নাচিতে নাচিতে মধুর গায়িব।

ভারতের কথা কেহতো কবেনা,
ভারতের নাম মুখেতো লবেনা ;
ও নাম করিয়া দূষিবে রসনা
হেন জন কেহ জগতে রবেনা।

সময় থাকিতে কর প্রতিকার,
নহিলে ভারত হইবে সংহার ;
ডুবিলে অতলে, করিবে উদ্ধার
অল্পশক্তি নর, কি সাধ্য তোমার ?

তুমি হে সাগর, কত দিন রবে ?
তোমার সলিল সময়ে শুকাবে।
নামের মহিমা রেখে যাও ভবে,
নহিলে ভারত একেবারে যাবে।

ডুবাও অতল অতল জলেতে
পাপ দেশাচারে দিও না উঠিতে ;
তব পুণ্য তোয় নাচিতে নাচিতে
খেলিবে সর্ব্বত্র পাপ ভস্ম ধু'তে।

কুতর্ক হিল্লোলে সাগর টলিলে,
ঘুষিবে কলঙ্ক জগতে সকলে ;
আমরা কাঁদিগো বসি তব কূলে,
দেখ যেন প্রাণ যায় না অকূলে।

মিনতি, সাগর, তুলিয়া তরঙ্গ
দেখাও শাস্ত্রের নব নব রঙ্গ ;
দেখিয়া অন্নাতি যত দিক ভঙ্গ,
হাসিগো আমরা ঘুচাও আতঙ্ক।

বিজন সঙ্গীতে বিজন কন্দর
বমুগ্ধিছ তুমি, মহর্ষি প্রবর ;
দুষ্কর জানিয়া বিধবা উদ্ধার,
ত্যজেছ কি, দেব, সোণার সংসার !

কুমারিকা হ'তে হিমাদ্রি শেখর
বিদরিছ অহোরাত্র, শাস্ত্রিবর ;
কিন্তু বিধবার ঘোর হাহাকার
অতলে ডুবায় ধরম প্রচার।

যাবৎ জীয়িবে পাপ দেশাচার,
যাবৎ ঝরিবে আঁখি বিধবার,
হক ইন্দ্র, চন্দ্র, কত শক্তি কার,
হেরি স্বপ্নময় ভারত উদ্ধার।

রেখে দাও আজ সমাজ সংস্কার,
পণ্ড হবে সত্য শ্রম সবাকার।
ভাবি দেখ সুধিগণ একবার
শিথিল বন্ধনে কার্য্যসিদ্ধি কার ?

শিক্ষিত উন্নত হে যুবক দল,
কোথা ওজস্বিতা, মানসিক বল ;
কোথা তোমাদের উচ্চশিক্ষা ফল,
অমৃতে উঠিল সত্য কি গরল!

ভাবিনু তোমরা আমাদের বল,
তোমরা মুছাবে নয়নের জল ;
ভীত, সঙ্কুচিত, কেন হীন বল,
পার না দলিতে কি অরাতি দল ?

তোমরা নীরব ; দেখিয়া অবাক,
লাজে, দুখে মুখে নাহি সরে বাক!
আমাদের প্রাণ যাক্ কিম্বা থাক্,
ছি ছি ছি তোমরা আজি গো নির্ব্বাক্।

শুনেছি কবিরা বীণার ঝঙ্কারে
পারে গো করিতে দেবে যা না পারে ;
আজি বুঝি কেহ এই বঙ্গাগারে
সেরূপে পারে না বাজাতে বীণারে!

আমরা শুনেছি বীণার বাদনে
প্রাণ পায় নাকি নির্জ্জীব পাষাণে ;
মজে বিষধরে সুললিত তানে ;
মানবের মন মজে না সে গানে ?

বৃত্রাসুরে তুমি সংহারি সমরে,
অভয় দানিলা ত্রিদিব অমরে ;
অবলা ব'লে কি চাহিলে না ফিরে ?
এ দশা হেরিলে পাষাণো বিদরে।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে
নিঃশত্রু তুমি কি ভাবিছ অন্তরে ?
দেখ আশে পাশে কত শত্রু ফিরে,
বিনাশ তাদের সম্মুখ সমরে।

মৃণালে বাঁধিয়া রাজহংসবরে
বিমুগ্ধিলে দেব, মর্ত্ত্যবাসী নরে ;
বঙ্কিম নয়নে কটাক্ষ গো করে,
দেও গো অভয় জিনিয়া সমরে।

বীর হও যদি এস গো সমরে,
বীর যারা সমরে কি ভয় করে ?
বিজয়ী তোমরা খর অসি করে
ত্রাস কায়, কেবা হেন বল ধরে ?

সংগ্রাম নিপুণ বীর অগণন
আসি যোগ দিবে অমনি তখন ;
দুন্দুভির ধ্বনি করিলে শ্রবণ,
কৃপাণ করেতে করিবে ধারণ।

চমূ শত শত করি দৃঢ় পণ
হাসিতে হাসিতে আসি দিবে রণ ;
হেন নেতৃবর্গ করি দরশন
উৎসাহে নাচিবে অখিল ভুবন।

আঁখি পালটিতে হইবে নিধন
রিপুদল ; মহা বিজয় স্বনন
উঠিবে অমনি ভেদিয়া গগন
এস ত্বরা, কেন ভয় কর রণ ?

আত্ম-সুখে মত্ত বঙ্গবাসীগণ ;
পর দুঃখে তারা কাতর কখন !
আমাদের আশা সুদূর স্বপন ;
সত্য কি রোদন ললাট লিখন !

হ'ত কি কাঁদিতে আজি গো এখন,
রাজাজ্ঞা না যদি করিত বারণ
জ্বলন্ত আগুণে সতীর দাহন ;
হয় না কি পুনঃ সে বিধি স্থাপন ?

ছাড়িয়া মমতা আগুণে পশিয়া
মৃত পতিপদ শিরেতে ধরিয়া
মুহূর্ত্তের মধ্যে যেতাম পুড়িয়া ;
প্রাণ-বায়ু কোথা যাইত উড়িয়া।

আগুণে আহুতি দিতাম পরাণে,
দহন যাতনা অবসিত ক্ষণে ;
চিন্তানলে চিত জ্বলে নিশিদিনে ;
অশিব হ'লেও মঙ্গল মরণে।

ধরিগো জননি, ধরি তব পায়,
রাখ দয়াবতি, এই ঘোর দায় ;
না যদি পার গো করিতে উপায়,
দাও দাও বিধি পুড়ি পুনরায়।

পরধর্ম্মে মাগো, হাত কি দাও না,
যেখানে সেখানে এ হেন ঘোষণা।
সতীদাহ পুণ্যকর্ম্ম আছে জানা ;
কেন গো জননি কর তায় মানা ?

কিন্তু শাস্ত্রে আছে বিয়ে বিধবার,
নহে ত অশাস্ত্র, করগো প্রচার
বিবাহ আবার ; ঘুষিবে সংসার
যাবৎ প্রলয় সুকীর্ত্তি তোমার।

যে যাতনা হায় জানতো জননী,
বর্ণিব কেমনে হার মানে বাণী।
হিন্দু নারী মোরা জনম দুঃখিনী,
কার অভিশাপে চির অভাগিনী!

লোম বিহর্ষণ নিঠুর দর্শন,
জ্বলন্ত অনলে সতীর দহন;
তাই কি ক'রেছ জননী বারণ ?
স্বতঃই সরস রমণীর মন।

ভ্রূণহত্যা নহে নৃশংস দর্শন,
নহে সত্য সত্য হৃদি বিদারণ !
কিন্তু কত শত অকালে শমন,
দিন দিন মাগো করিছে ভক্ষণ।

আরো বলি মাগো এ ক্ষীণ নয়ন,
অনিশ করিছে অশ্রু বিসর্জ্জন;
হৃদয় হুতাশ, হৃদয় বেদন,
করে না জননী শোণিত শোষণ !

কত কাল আর করিব রোদন ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কলুষ নয়ন;
হায়রে কে বুঝে অসহ যাতন
কতই প্রাণের, কত নির্যাতন।

কোথা দীননাথ বিপদ্‌-ভঞ্জন,
শিব সর্ব্বময় সন্তাপহরণ;
কি না জান তুমি অন্তরবেদন!
লও প্রাণ, পদে করি অরপণ।

শেষে এই ভিক্ষা করি শ্রীচরণে,
নারী নাম পিতঃ ভারত ভবনে
কর লোপ ; দেখুক পুরুষগণে
কি যাতনা প্রাণে নারী ধন বিনে

কেন দেখা দিলে ?

প্রিয়তমে, কেন দেখা দিলে,
সুষুপ্ত অনল পুনঃ কেনলো জ্বালিলে ?
নিবাইতে যে অনলে,
অতল বিস্মৃতি জলে,
বিসর্জ্জিনু প্রতিমায়, কেন স্মৃতি তায়
দেখায়ে মুহূর্ত্ত তরে কাঁদালি আমায় !

মাথা রাখি সুষুপ্তির কোলে,
সুষুপ্ত জগৎ ভাসে আনন্দ-সলিলে।
শান্তি স্রোত সুধাময়,
নীরবে সর্ব্বত্র বয় ;
বহিল হৃদয়ে মম ঘোরতর ঝড়,
বহিল চিন্তার স্রোত করি তড় তড়।

বিষ সম মরমের জ্বালা,
এই তো ঘুমায়ে থেকে পরাণ ভুলিলা;
নিদ্রাভঙ্গে অকস্মাৎ
সেই সব যুগপৎ—
সেই চিন্তা, অন্তর্দ্দাহ, হৃদয় বেদনা,
বিষম হুতাশ সেই, অসহ যাতনা।

কেন প্রিয়ে এত প্রবঞ্চনা ?
সরলা ললনা নাকি জানে না বঞ্চনা!
এই কি গো সরলতা,
এরি নাম কোমলতা,
বঙ্কিমতা, কঠিনতা বুঝাও আমায়,
কেমন তাদের ধর্ম্ম, নিবাস কোথায়।

ভাবি দেখ দেখি সুবদনে,
করে ধরি কতবার, বিনীত বচনে,
হৃদয়ের গূঢ় কথা,
মরমের ঘোর ব্যথা,
কহিনু কাতরে যবে, কি উত্তর দিলে ?
আমি কি আমাতে রই সে কথা স্মরিলে!

'ফিরে যাও যুবক চঞ্চল,
শুনিবারে নাহি চাই প্রেম কোলাহল;
যাও যাও যাও ফিরে,
আসিও না ফিরে ঘুরে,

অদৃষ্টের চক্রে আমি একাই ঘুরিব,
আসিয়াছি একা আমি, একাই যাইব।"

প্রিয়ে, কেন তবে দেখা দিলে ?
ভুঞ্জিবে অদৃষ্ট ফল একাকী বিরলে।
তব চক্রে ঘোর তুমি,
মম চক্রে ঘুরি আমি,
চক্র হ'তে চক্রান্তরে কেনলো আইলে ;
আসিয়া আবার বল কোথা লুকাইলে ?

দেখাইলি কেন রে স্বপন,
জ্বালাইলি বিস্মৃতিরে কেন অকারণ ?
কি হেরিল এ নয়ন !
শূন্য গৃহ, ত্রিভুবন,
শূন্য প্রাণ, শূন্য মন, শূন্য সমুদয় ;
গভীর আঁধারে সব নিমগন রয়।

৺বিদ্যাসাগরের

পরলোকান্তে।

একি বাণী অসম্ভব করি রে শ্রবণ!
'সাগর' জীবন হীন, সত্য কি স্বপন!
হেরিতেছি ঘরে ঘরে,
নর নারী সমস্বরে,
অধীরে আকুল প্রাণে করিছে রোদন;
হৃদয়ে দুরন্ত বেগ কে করে ধারণ।

কুপ্রভাত আজি কিবা, একি অমঙ্গল!
ভারতগৌরব রবি পশে অস্তাচল।
প্রকৃতি মনের দুঃখে,
রহিয়াছে অধোমুখে;
হায় হায় অকস্মাৎ একি বিপর্য্যয়;
হৃদয়ের অন্তস্তর বিগলিত হয়।

সদাই ছিলেন তিনি মঙ্গলেতে রত;
জীবের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁর সদাব্রত।
কেবা কোন্ অনুযোগে,
বঞ্চিল ভারত ভোগে,
অমর প্রতিম সেই ঈশ্বর দয়ালে?
গ্রহের বৈগুণ্য অহো এ পোড়া কপালে!

অয়ি দেবি ভাগীরথি নগেন্দ্র-নন্দিনি!
জগৎ উদ্ধারে তব আগমন শুনি।
দুর্ব্বিষহ পাপ ভার,
না পারি বহিতে আর,
লয়েছ কি তুমি সেই দয়ার সাগর,
বহিবারে তোমা সনে সে বিষম ভার?

অভ্রভেদি দেব আত্মা দেখ হিমাচল!
জান কোথা পশিয়াছে মনীষি অটল?
নত শির কভু যাঁর
হেরি নাই, গিরিবর!
হায় কে ভাঙ্গিল সেই মহত্ত্ব আধার,
সদা সমুন্নত শির আছিল যাঁহার!

রত্নাকর নাম ধর তুমি হে সাগর;
হয়েছে কি রত্নহীন তোমার ভাণ্ডার?
নাহি যদি অপ্রতুল,
কেন হয়ে প্রতিকুল,
কাঙ্গালের সবে ধন করিলে হরণ?
রত্নগর্ভে হেন রত্ন ছিল না কখন!

শুন হে শশাঙ্ক! শুন, মিনতি চরণে,
ভারত নির্ম্মল শশী হেরেছ নয়নে?
কোন দুষ্ট রাহু এসে,
অকলঙ্ক শশী গ্রাসে!

সিদ্ধ হ'ল মনস্কাম, কলঙ্কি, তোমার ;
নির্ম্মল "ঈশ্বরচন্দ্র" না উদিবে আর।

মোর দিব্য বল সত্য ওহে সমীরণ,
দীপ্তিমান শিখা কেবা করিল নির্ব্বাণ!
নাম তব সদাগতি,
ত্রিলোকে সর্ব্বত্র গতি,
জ্ঞান-পথে বিচরিতে না শুনি কখন ;
সেই ক্ষোভে জ্ঞান দীপে নিবা'লে পবন?

সত্য কি কপট তুমি, দেব অংশুমালি?
রাখিলে জগতে ভাল কলঙ্কের ডালি!
যাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি
নিন্দিত তোমার ভাতি,
হরিলে তাঁহার তেজ হায় কি কুক্ষণে!
ভারত আঁধারে ভাসে জ্ঞানালোক বিনে।

বল রে কৃতান্ত কীট! আজি কোন্ পাপে
করিলি রে শোভাহীন ভারত পাদপে?
গত বহু শত দিন,
ফুটে ছিল যে প্রসূন,
অর্দ্ধমৃত ভারতের বঙ্গ শাখা'পরে,
হইল কি লাভ তাঁয় বৃন্তচ্যুত ক'রে?

কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষা ঋণী তব পদে ;
করিল কি দোষ, প্রভু, পদ-কোকনদে !
অন্ন জল দিয়া হায়,
পুষ্ট কৈলে যার কায়,
অনাথিনী করি তায় কর পলায়ন ;
কাতরে করিছে দেখ কতই ক্রন্দন।

অপ্রমিত দানে, প্রভু, ভারত ভিতরে
হইত পালিত যারা অপত্য আদরে,
হেরিয়া তাদের মুখ,
ফাটিবে কাহার বুক ?
হয়েছে অনাথ সব কাঁদিয়া বিহ্বল ;
অনাথা, বিধবাবালা কোথা পাবে স্থল !

অক্ষয় সুকীর্ত্তি তব মেট্রোপলিটান,
ব্যক্তিগত ক্ষমতার জ্বলন্ত নিশান।
সেই কীর্ত্তি রক্ষিবারে,
তোমা ভিন্ন অন্যে পারে,
সাবধানে যথাযোগ্য সুবিধি বিধানে ;
নাহি হয় এ বিশ্বাস কভু, প্রভু, মনে।

ছাত্রগণ ওই দেখ করে হাহাকার
স্মরি গুণরাশি তব, গুণের আধার !
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
পুত্রস্নেহ পাসরিয়া,

কোন্ দেশে গেলে চলি, কোথা হেন দেশ;
সত্য কি নাহিক তথা মমতার লেশ।

থাক যথা ইচ্ছা তথা দয়াল ঈশ্বর!
আমরা আশীষপ্রার্থী তোমার কিঙ্কর।
চির দিন রেখ মনে,
ভুল'না সন্তানগণে;
এই ভিক্ষা পদে, প্রভু, পুরে যেন আশ।
ঈশ্বর সকাশে আজি ঈশ্বরের বাস।

বৃথা করি অনুতাপ মোরা মূঢ় জন;
লীলান্তে গেলেন প্রভু স্বকীয় সদন।
জীবের মঙ্গল আশে,
বিহরিয়া মর্ত্ত্যাবাসে,
গেলেন অমরাবাসে আপন ইচ্ছায়।
দেব অংশে জন্ম তাঁর হেন জ্ঞান হয়।

আসিব না আর

যাই তবে প্রিয়তমে, এই শেষ দেখা ;
দেখিবার সাধ হ'লে,
নিভৃতে হৃদয় খুলে,
নয়ন ভরিয়া
দেখিব ও চারু রূপ প্রাণের প্রতিমা,
চিত্তপটে আহা কিবা বিকাশে সুষমা !

জন্মশোধ দেখা এই, এই প্রিয়তমে ;
এই দেখ যাই প্রিয়ে,
সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
জনমের মত ।
ইচ্ছা হ'লে অবিলম্বে মুদিয়া নয়ন
দেখিব হৃদয় মাঝে হৃদয়ের ধন ।

এই শেষ দেখা, আশার নির্ব্বাণ এই ;
আত্মসুখ আশা ক'রে,
আঘাতিব মর্ম্মোপরে,
প্রসূন মার্দ্দব ?
তোমার ঝরিবে আঁখি সম্মুখে আমার,
ধিক ভালবাসা, ধিক আমি, শতবার !

থাক থাক থাক প্রিয়ে, ব্যথা যদি পাও;
বাজিবে হৃদয়ে তব,
কিরূপে সুস্থির রব,
হৃদয় হৃদয়!
পাষাণ হইলে গলে থাক্ অন্য কথা,
মানবের মন স্বতঃ জড়িত মমতা।

ছাড়িয়া মমতা, মায়া, যাই তবে চ'লে;
এই দেখা শেষবার,
দেখিতে আসিব আর,
আর প্রিয়তমে?
বহিবে যাবৎ রক্ত ধমনী মাঝার,
আসিব না আর, প্রিয়ে, করি অঙ্গীকার।

সংসার ছাড়িয়া আমি পশিব কানন;
নাহি তথা কোলাহল,
আহা কি সুন্দর স্থল,
শান্তি বিরাজিত!
নিত্য প্রেমসিন্ধু তথা বহে উছলিয়া;
দূরিব প্রাণের তৃষা শান্ত হবে হিয়া।

একাকী বিপিনে না যদি থাকিতে পারি,
তোমার প্রতিমা ক'রে,
রাখিব নয়ন'পরে,
লো নয়নতারা;

আনন্দে হেরিব আমি ফুল্ল মুখশশী,
হাসিব প্রাণের হাসি বিরলেতে বসি।

কাননে কুসুম তুলি মনের মতন,
চিকণিয়া বিরচিব;
রূপ অঙ্গ সাজাইব,
নির্জ্জনে একাকী;
শোভিবে অমল কিবা মানসমোহিনী,
নবীন যৌবনে হবে নবীনা যোগিনী।

আর কেন, যাই তবে, যাই প্রিয়তমে;
মনেতে মনের কথা
রহিল একত্রে গাঁথা
একটী একটী।
দেখা হলে পুনরায় সুধাংশুবদনি;
সুধাইব সহরষে সে সব কাহিনী।

সাধ ছিল মনে মনে দুজনে মিলিয়া,
গভীর নিশীথে যবে
জগৎ ঘুমায়ে রবে,
ডাকিব বিভুরে;
থাক্ থাক্ আশা আজি থাক্ মনে মনে;
হইব সফল কাম সুখের সে দিনে।

যাইবার কালে এই এই শেষ ভিক্ষা,
আগে যদি যাও চ'লে,
থেকনা আমায় ভুলে
প্রেমের পুতলি ;
রেখ মনে প্রাণময়ি, মিনতি আমার ;
আলোক মাঝারে যেন না হেরি আঁধার

কি ভাবি ?

এই তার পরিণাম, এই পরিণাম,
তুলিয়াছি সুধা ভ্রমে কেবল গরল !
বুঝিতাম যদি, কোন মূঢ়, ধিক্ তায়,
পতঙ্গের মত তবে পশিত অনল ?

হায়, ছলে, বলে, কত কুহকে, কৌশলে,
পাপ প্রলোভনে করি আত্ম বিসর্জ্জন ;
নাহি সংজ্ঞা, নাহি জ্ঞান, মনের সংযম,
মোহাঞ্জনে কলুষিত নিয়ত নয়ন।

সুখ অন্বেষণে বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া
তৃষিত, কাতর অতি, হৃদে শান্তি নাই ;
তথাপি লালসা বলে আরো আগে চল ;
মিলিবে রতন পিছে নাহিরে বালাই।

তৃষিত পথিক প'ড়ে ঘোর মরুভূমি মাঝে,
জল ভ্রমে যথা মরীচিকা পানে ধায় ;
তৃষিত হৃদয় লোভের মন্ত্রণা শুনে
সুধা বোধে বিষ পানে তেমতি তাকায়।

রিপুগণ ষড়যন্ত্রে আজি বন্দী আমি
দুর্ভেদ্য ব্যূহের মাঝে ; না জানি নির্গম।
আমার দুর্দ্দশা হেরে অট্ট অট্ট হাসে,
নাহি দয়া লেশ মাত্র, নিঠুর, নির্ম্মম।

যৌবনে প্রবৃত্তি যত অস্থির, উন্মত্ত ;
শম, দম, সত্য আদি সদ্‌গুণ নিচয়
প্রবোধিল কত ; কল্পনার ক্রিয়া বোধে
হৃদয়ে উদ্ভব মাত্র হৃদয়ে বিলয়।

ধর্ম্ম উপদেশ, জ্ঞানের গম্ভীর কথা,
শুনিল না প্রাণ ; বদ্ধ হই মোহজালে ;
লূতাতন্তু মাঝে হায়, যথা ঊর্ণনাভ
করমের দোষে হয় বদ্ধ নিজ নালে।

ভাবনা তিমির আজি দৃষ্টিপথ মোর,
রোধিয়াছে দৃঢ় ; নিঃসহায়, নিরুপায়,
যেমতি অন্ধের দশা নয়ন বিহীনে ;
বুঝি বা অকালে বিপাকে জীবন যায়।

সংসার সাগরে প'ড়ে জীবন তরণী
ভেসে চলে যায়, তরঙ্গে তাড়নে ঘন ;
সদা শঙ্কা জীর্ণ তরী হয় চুরমার ;
কে হবে কাণ্ডারী আজ, কোথা হেন জন ?

ভাবিয়া আকুল, হেরি বিপুল তরঙ্গ
পর্ব্বত প্রমাণ ; তার মাঝে ক্ষুদ্র তরী ;
টলিছে তরণী ; হাল ছেড়ে চলে গেছে
ছিল যে কাণ্ডারী ; তাই আতঙ্কে শিহরি।

এখন বুঝিলে কেন ভাবি, কি ভাবনা,
কি বিকার অহর্নিশ করে কলুষিত ;
করিয়া আঘাত ঘন ঘন কি তরঙ্গ,
শিথিলিত চিত বেলা করে উদ্বেলিত।

না শুনে বারণ করিয়াছি কত পাপ ;
জীবনের রক্তে যদি করিলে তর্পণ
হয় প্রায়শ্চিত্ত, না হব কাতর তায় ;
শমিবে প্রাণের জ্বালা, আত্মার দহন।

থাকিতে কাণ্ডারী তুমি পাপীদের ত্রাতা,
জীর্ণ হতে জীর্ণ তরী ডুবিবে অতলে ?
ক্ষমা করি হাল ধরি তুলে দেও পারে,
দিশাহারা হয়ে ভাসি নয়নের জলে।

ভালবাসা তার।

পলেক ছাড়িলে পরাণ কাঁদে,
পড়েছি বিপদে বিষম ফাঁদে ;
কি জানি কেমন, না হেরে তায়,
আঁধারে সকল ভাসিয়া যায়।

তার প্রাণে প্রাণ মিলায়ে রাখি,
তাহাতে বিভোর নিয়ত থাকি,
নিতি এই সাধ ; মিনতি বিধি,
বঞ্চিত ক'রনা কাঙ্গালে নিধি।

সে রূপ তরণী সোহাগ জলে,
ঢুলে ঢুলে দেখ কেমন চলে।
হৃদয় কাণ্ডারী চাপিয়া তায়,
প্রণয় হিল্লোলে বাহিয়া যায়।

সে মুখ তুলনা কেমনে তুলি,
গগনের চাঁদে যাওরে ভুলি ;
কালিমার রেখা মুখেতে যার,
হইবে কেমনে তুলনা তার ?

কিসলয় রাগ জিনিয়া বিভা,
অধরে রাজিত সুহাসি কিবা ;
মৃদু মৃদু তায় অমিয় ঝরে,
শীতল পরশে সন্তাপ হরে।

কোকিলের ধ্বনি ললিত অতি,
বসন্তে কেবল তাহার প্রীতি।
সে কাকলী কিন্তু বসন্তে, তাতে,
মাতায় উল্লাসে শরতে, শীতে।

আঁখি দুটী তার রসের খনি ;
উজল বিভায় লাঞ্ছিত মণি ;
প্রেমসুধা তায় সদাই ঝরে,
তৃষিত হৃদয় শীতল করে।

ধরণী চুম্বিত লম্বিত কেশ,
গৌর অঙ্গে তার মোহন বেশ ;
গঙ্গাতে যমুনা যায়রে ভাসি,
আঁধারে আলোতে যেন রে মিশি

কুসুম মার্দ্দব মৃণাল করে,
নাগপাশ জিনি শকতি ধরে ;
পরিলে গলায় সে ভুজ হারে,
দহন যাতনা নিমেষে বারে।

ভালবাসা তার, হৃদে না ধরে,
নিয়ত ঝরিছে অশ্রুর ঝরে;
সন্তপ্ত পরাণে সে বারিধারা
মনে হয় যেন সুশান্তি ঝারা।

সরলতা মাথা মাধুরী তারি
অবিরাম বর্ষে প্রেমের বারি;
দুঃখে সুখে হাসি, সন্তোষ মুখে,
কণ্ঠহার আমি তাহারি বুকে।

বিজয়া দশমী।

কি উৎসব আজি, কেন আনন্দ কল্লোল?
কেন এ উৎসাহ ধ্বনি;
প্রতি কণ্ঠে কণ্ঠে শুনি;
স্বভাবের মুখে পুনঃ শুনি প্রতিধ্বনি;
কাঁপে নদ, নদী, সর, ভূধর, মেদিনী।

ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
মিলি সবে দলে দলে,
নৃত্য করে কুতূহলে;
মুখে বলে জয় শিব শশাঙ্ক শেখর;
বলে মুখে ওই কথা কৈলাশ ভূধর।

অপ্সরা, কিন্নরী হাসে, হাসে বিদ্যাধরী ;
অমল মধুর হাসে
শুভ্রশোভা পরকাশে ;
হাসির হাসিতে পুনঃ গিরিবর হাসে ;
গিরি দেহ যেন রজত তরঙ্গে ভাসে।

মৃগরাজ সনে বৃষ, বৃষভে শার্দ্দুলে,
শিখীসনে বিষধরে
অপরূপ কেলি করে ;
স্বভাবে অভাব আহা কি মন্ত্রের বলে!
অহিংসা পরম ধর্ম্ম কৈলাশ অচলে।

পাদপনিচয় হাসে অচল উরসে ;
পল্লব, কুসুম, ফল,
মুকুল, মঞ্জরী দল
শোভে বৃক্ষে বৃক্ষে কিবা শাখায় শাখায় ;
ভুবি অতুলন স্থান কৈলাশ আলয়।

হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক, প্রবাল আদি
রত্নরাজি অগণন,
তরুশির সুশোভন ;
বিচিত্র এ কিরে গত কল্পনা সৃজন!
কল্পতরুরাজীপূর্ণ কৈলাশ কানন।

মন্দার কুসুম হাসে, হাসে পারিজাত ;
আর ফুল নানা জাতি
ছড়ায়ে অমল ভাতি,
বিকাশে রজতময় অচল উরসে ;
মধুর সৌরভ ছুটি দিগন্ত পরশে।

জুটিল দ্বিরেফকুল সৌরভে আকুল ;
নৃত্য গীত অভিনয়
দেখিয়া কৈলাশময়,
প্রিয়াসনে কুতূহলে নাচে প্রেমভরে,
ভুলিয়া আসব পান মত্ত মধুকরে।

বরষে মধুর ধারা মধুবর্ষি গানে,
কুজনি বিহগ দলে
বৃক্ষোপরে কুতূহলে ;
কুজনিছে পিকবর সুললিত স্বরে,
ঢালিছে অমিয় ধারা শ্রবণ বিবরে।

ব্যজনিছে মন্দ শীতল সুরভি বায়ু ;
ভাসায়ে রসের ভেলা,
পবন রহস্য খেলা,
আমরি আমরি কিবা ভুবন ভুলান !
মুহূর্ত্তে হইল মুগ্ধ কৈলাশ পরাণ।

খুলিলা স্বর্গের দ্বার দেখিনু বিস্ময়ে ;
শত বৈদ্যুতিক আলো
উজলিল নভঃ স্থল,
সুকোমল দর্শনীয় নয়ন-নন্দন ;
অথবা সহস্র শশী ভাতিল গগন।

যে রূপের ছটা চারু রাজিল আকাশে,
নহে বিজলি প্রকাশ
কিম্বা শশাঙ্ক বিকাশ ;
আসিছে অমরগণ কৈলাশ ভবন,
কৈলাশে আজি কি উৎসব সুপার্ব্বণ।

হংসপৃষ্ঠে পদ্মযোনি আপনি বিধাতা ;
নীল অম্বুরাশি ছেড়ে
স্বাগত কৈলাশ পুরে,
চতুর্ম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে গায়ি বেদগান ;
মুগ্ধ হ'ল চরাচর, পাতাল, বিমান।

আইলা বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্ব-বিধারণ ;
বামে লক্ষ্মী বিনোদিনী,
রমেশ হৃদয়-মণি,
মঙ্গল উৎসবে মাতি মুখে মৃদু হাসি ;
সুধাংশু উদয়ে যেন ক্ষেলা ক্ষীর রাশি।

আইলা সুরেন্দ্র ইন্দ্র, সহস্র লোচন,
আইলা ইন্দ্রাণী শচী
বাসবের চির-রুচি,
দুলায়ে মোহন হার গাঁথা পারিজাতে,
উৎসাহের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে নাচিতে।

বরুণ, কুবের, যম, আসে লোকপাল;
দ্বাদশ আদিত্য আসে;
চন্দ্রে ঘেরি আশে পাশে
দক্ষকন্যাগণ আসে হাসিতে হাসিতে;
নাগলোক হ'তে নাগ বাসুকি সহিতে।

দেবর্ষি নারদ আসে নাচিয়া উল্লাসে;
বীণাতার তার সনে
অঙ্গুলির পরশনে
নেচে উঠে উল্লাসেতে; নাচে প্রতিধ্বনি;
নাচে সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে প্রকৃতি রমণী।

অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ আদি সপ্ত ঋষিগণ,
যোগ ত্যজি ধীরে ধীরে
আইল কৈলাশ পুরে;
মধ্যে শোভে অরুন্ধতি বশিষ্ট গৃহিণী;
আইল মাতৃকা যত ভূভার ধারিণী।

উছলিলা ঘোর রোলে মহোৎসব উৎস ;
বহিয়া বহিয়া যায়,
ওই ভূধর কাঁপায় ;
নদ, নদী, সরোবর, আকাশ, পাতাল,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর কাঁপে, কাঁপে দিকপাল।

কি শোভা কৈলাশ ধামে শোভে অপরূপ !
ত্রিদিব সম্ভূত শোভা,
নাগলোক চারু বিভা,
একত্রে মিশিয়া কিবা পাইছে বিকাশ ;
আহা কি সুন্দর সাজে সাজিছে কৈলাশ।

বিজয়া দশমী আজি ; হিমাচল-সুতা,
মহেশের মনোরমা
জগত জননী উমা,
স্বাগতা কৈলাশ ধামে ; মহোৎসব তাই ;
অমর সমাজে আনন্দের সীমা নাই।

শঙ্করী শঙ্কর বামে শোভিল আবার ;
আঁখি নিমিলিত হর,
পরশে মধুর কর,
উমা সমাগম জানি চাহিলা উল্লাসে ;
উদিলা অসংখ্য শশী কৈলাশ আকাশে।

অমনি উঠিল মহা বিজয় স্বনন ;
প্রতিধ্বনি বক্ষে করে
ধরিয়া মুহূর্ত্তে তারে,
ঘুরিলা মুহূর্ত্ত মধ্যে অখিল ভুবন ;
রটিলা সর্ব্বত্র শুভ উমা আগমন।

হর নাচে, হরি নাচে, নাচে সৃষ্টিধর,
দেবগণ সুখে নাচে,
দেবর্ষি নারদ নাচে,
মাতৃকা সকল নাচে, বাসব বাসনা,
নাচে অরুন্ধতি ঘেরি ভবেশ ভাবনা।

দুহিতা বিচ্ছেদে হেথা অধীর হিমাদ্রি ;
ওইরে মনের দুঃখে,
মেঘেতে বদন ঢেকে,
নীরবে আঁধার মাঝে কাঁদিছে পাষাণ,
বিচিত্র অপত্য স্নেহ গলায় পাষাণ !

বহিছে শোকের ঝড় মেনকা হৃদয়ে ;
কেমনে বর্ণিব হায়,
কত বল রসনায়,
উমার বিদায় কালে কি দশা ঘটিল ;
মেনকার সুখ-সূর্য্য অতলে ডুবিল।

নাহি সংজ্ঞা, নাহি জ্ঞান, অচেতন প্রায় ;
আঁখি বিগলিত লোহ,
ভাসায়ে পাষাণ দেহ,
কি বিচিত্র, সিন্ধুরূপে অহো পরিণাম ;
ধন্য স্নেহ জননীর স্থিতি স্বর্গধাম !

না পারি ধরিতে বেগ কাঁদিলা সাগর ;
উত্তাল তরঙ্গ ছলে,
আছাড়িয়া পড়ে কুলে,
প্রতিঘাত ফেলি দেয় অকুলে আবার ;
মর্ম্ম বিঘাতক কিবা বিচিত্র ব্যাপার !

উত্তরে হিমাদ্রি কাঁদে, দক্ষিণে সাগর ;
নরনারী সম স্বরে,
কাঁদে সবে ঘরে ঘরে,
শোক সিন্ধু উছলিয়া ভারত ভাসায় ;
আকুল ভারত মাতা ভাবি নিরুপায়।

শিশু, যুবা, বাল, বৃদ্ধ, কাঁদিছে সকলে ;
শূন্য মনে, শূন্য দেহে,
বিষাদে ফিরিছে গেহে ;
নিরুদ্যম চিত, নাহি সে উৎসাহ হায় ;
কে যেন দেগেছে মুখ কালীমা লেখায়।

বিবর্ণ ভারত, নাহি সে লাবণ্য রাগ ;
যথা চারু পদ্মবন,
পশি উন্মত্ত বারণ,
হরিলে কুসুম রাগ দলিয়া চরণে,
পঙ্কিলে আবর্ত্তে ঘোর অমল জীবনে।

নাহি নৃত্য, নাহি গীত, নাহি বাদ্যরোল ;
নাহি বাক্য কার মুখে,
নীরব, নিস্তব্ধ দুঃখে ;
নাহি ভাতে দীপমালা সৌধ শির'পরে,
নিবিড় তিমির স্রোত খেলে ঘরে ঘরে।

দিনত্রয় মাত্র সুখে হাসিল ভারত ;
যথা ক্ষণপ্রভা হাসি
ক্ষণমাত্র পরকাশি,
মেঘেতে মিশিল ; কাঁদিল ভারত দুখে ;
আবার পড়িলা ছাই ভারতের মুখে।

অধীন ভারত পরপদ নিপীড়নে
বিষম প্রাণের জ্বালা,
এই ক্ষণেক ভুলিলা ;
জাগিলা আবার সেই সুপ্ত হুতাশন ;
আবার হৃদয়ে সেই ঘোর নির্য্যাতন।

ঈশ স্তব।

কে রচিল এই বিশ্ব, কিবা তাঁর নাম,
কিবা রূপ, কিবা গুণ, কোথা তাঁর ধাম,
কিবা কর্ম্ম, কিবা ধর্ম্ম, প্রকৃতি কেমন,
বিষয় বিভব কত, কত পরিজন ?

বিশ্বরূপধারী তিনি, স্থিতি সর্ব্ব ঠাঁই ;
তিনি ভিন্ন জীবে অন্য গতি আর নাই ;
দয়ারূপ, দয়াগুণ, দয়া কর্ম্ম তাঁর,
বিশ্বই বিভব তাঁর, বিশ্ব পরিবার।

সকলের রাজা তিনি, রাজরাজেশ্বর,
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি চলে চরাচর ;
সৃজন, ধারণ, তিনি বিলয় কারণ,
সকলের হন তিনি অনন্য শরণ।

ভূচর, খেচর, আর যত জলচর,
রবি, শশী, গ্রহ আদি নক্ষত্র নিকর,
তরু, লতা, ফল, ফুল, নদী, সরোবর,
প্রকাশে মহিমা তাঁর ভূধর, সাগর।

সর্ব্বশক্তি তিনি, নাহি অন্ত, নাহি ক্ষয় ;
তিনি পূর্ণ পবিত্রতা, নিত্য জ্ঞানময় ;

পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ, মঙ্গল আলয়,
অনুরাগ সর্ব্বভূতে অবিরাম রয়।

ন্যায় দণ্ড করে তাঁর, তিনি ন্যায়বান্;
অন্যায় তাঁহার রাজ্যে নাহি পায় স্থান;
দণ্ড দুষ্কৃতির, সুকৃতির পুরস্কার,
স্বতঃসিদ্ধ চির এই বিধান তাঁহার।

সর্ব্ব জীবে প্রেম তাঁর, ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই,
সমভাব সকলেতে, ভিন্ন ভাব নাই।
অন্তর, বাহির তিনি দেখেন সদাই,
তিনি সত্য সনাতন, নিদ্রা তাঁর নাই।

নাহি অপ্রতুল তাঁর, অক্ষয় ভাণ্ডার;
সর্ব্ব জীবে নিত্য নিত্য যোগান আহার;
বিপদে সম্পদে সদা তিনি মিত্র সার;
তেয়াগিলে তাঁয় কিন্তু নাহি ত্যাগ তাঁর।

একমনে ভক্তিভাবে ডাকিলে তাঁহায়,
সকল বন্ধন হ'তে জীবে মুক্তি পায়;
দাও শক্তি, দাও ভক্তি, বিশ্বাস আমায়,
যাই শান্তি নিকেতনে ত্যজিয়া মায়ায়।

